www.xtrapapers.com

Cambridge O Level

Cambridge International Examinations
Cambridge Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2017**

1 hour 30 minutes

No Additional Materials are required.

9205617013

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper ask the invigilator for a continuation booklet.

Answer **all** questions.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

DC (ST/ST) 138271/2
© UCLES 2017

CAMBRIDGE International Examinations

www.xtrapapers.com

Section A
বিভাগ : ক

A1 Separation/Combination of Words [10]

সন্ধি / সন্ধিবিচ্ছেদ

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধি কর। প্রদত্ত উত্তরপত্রে তোমার উত্তর লেখ।

1 এক + অধিক
2 যথা + ইষ্ট
3 বন্যা + ঋত
4 অন্তঃ + যামী
5 উৎ + নতি

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs [10]

বাগধারা, প্রবচন এবং জোড়াশব্দ

*নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা/প্রবচন/জোড়াশব্দটি অথবা সঠিক উত্তরের **নম্বরটি** উত্তরপত্রে লেখ।*

6 এত ঢিমে তালে কাজ করলে তো শেষ হবে না এখন, তোমার যেন সব কিছুতেই ______।

7 পরীক্ষায় না বসাতে আমার অবস্থা এখন ______, স্কুলে শিক্ষকের বকুনি বাড়িতে বাবার চোখ রাঙানি!

8 মোটা বেতনের চাকরিটা ছেড়ে ব্যবসায় নেমে পর পর লোকসানে সে নাজেহাল, এ তো দেখি ______ ।

9 রোহনের ________ সাফল্যের কথা জানতে সংবাদ মাধ্যমগুলো তাকে ঘিরে ধরল।

10 সারা বছর টো টো করে ঘুরে বেড়িয়ে পরীক্ষার সময়ে ________ ছাড়া উপায় কি?

(1) অতি লোভে তাঁতী নষ্ট
(2) গোঁফ খেজুরে
(3) চোখে সরষে ফুল দেখা
(4) পাকা ধানে মই দেওয়া
(5) বিনা মেঘে বজ্রপাত
(6) শাঁখের করাত
(7) নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা
(8) আঠারো মাসে বছর
(9) ডুবে ডুবে জল খাওয়া
(10) রাতারাতি

www.xtrapapers.com

A3 Sentence Transformation [10]

বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দ দিয়ে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে সম্পূর্ণ বাক্যটি এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়। তোমার উত্তরে অসম্পূর্ণ বাক্যে দেওয়া শব্দটি/শব্দগুলো এবং যতিচিহ্ন অবশ্যই ব্যবহার করবে।

11 যদিও ছেলেটির বয়স খুব কম কিন্তু অভিনয়ে সে পাকা।
ছেলেটির ______________________________ ।

12 টিকিট না কাটলে তো মেলায় ঢুকতে পারবে না।
টিকিট ______________________________ ?

13 এই ঘটনাটা তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?
______________________________ না।

14 শিক্ষকের প্রস্তাব ছাত্ররা অগ্রাহ্য করতে পারল না।
______________________________ হল।

15 পরিচালক বললেন যে পরের সোমবার বিজয়ীর নাম ঘোষিত হবে।
পরিচালক বললেন, “ ______________________________।”

www.xtrapapers.com

A4 Cloze Passage [20]

শূন্যস্থান পূরণ

*এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্যে থেকে উপযুক্ত **শব্দটি** বা তার **নম্বরটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

বাংলা ষড়ঋতুর দেশ। সারাবছর ধরে ছয়টি ঋতুর এমন ব্যঞ্জনা পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় না। গ্রীষ্মের খরতাপে যখন সমস্ত পৃথিবী __16__ ওঠে, হঠাৎ হঠাৎ কালবৈশাখীর তর্জন-গর্জনসহ কয়েক __17__ বৃষ্টি আমাদের মন জুড়িয়ে দেয়। তারপর সজলঘন মেঘে বর্ষার আগমন গ্রীষ্মের দাবদাহ কমিয়ে আমাদের __18__ দেয় সজল-সরস প্রকৃতি। চারিপাশের শুষ্কতা চলে গিয়ে ফিরে আসে এক ধরনের __19__। এর প্রভাব পড়ে আমাদের মনেও, হয়ে উঠি রোমান্টিক। কত গান ও __20__ না রচিত হয়েছে এই বৃষ্টিবাদলাকে ঘিরে। শিল্পীর __21__ থেমে থাকে না সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। বর্ষার আগমন যেমন আমাদের খুব আকাঙ্ক্ষিত তেমনই লাগাতার বৃষ্টি আমাদের __22__ উদ্রেক করে। এর অবসান ঘটায় শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে __23__ রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তপারে। এর বিদায়বেলাতেই ক্ষণিকের __24__ হয়ে আসে হেমন্ত। নতুন ধানের ঘ্রাণ আকাশে-বাতাসে বয়ে আনে নবান্ন উৎসবের আমেজ। এর রেশ যেতে না যেতেই ঝুপ করে গায়ে হিমের __25__ লাগিয়ে আসে শীত। লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে পিঠে-পুলির উৎসব দ্রুত শেষ করে ফুলে-ফলে-পাতায় প্রকৃতি সেজে ওঠে নব কলেবরে। পাখিদের অবিরাম কলকাকলি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় ঋতুরাজ বসন্তকে। এই উষ্ণ আবাহনী আমাদের মনেও জাগায় নতুন উদ্দীপনা।

(1) নতুন	(6) কবিতাই	(11) মরসুমে
(2) সজীবতা	(7) যেমন	(12) সাজিয়ে
(3) তুলিও	(8) তেতে	(13) বিরক্তির
(4) সহজ	(9) মাটি	(14) অতিথি
(5) পরশ	(10) উপহার	(15) পশলা

© UCLES 2017

www.xtrapapers.com

TURN OVER FOR SECTION B

www.xtrapapers.com

Section B

বিভাগ : খ

নিবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কথায় আছে যে রাঁধে সে যে চুলও বাঁধে তা ধীরে ধীরে সব ক্ষেত্রেই সদর্পে প্রমাণ করে চলেছেন আমাদের মহিলারা। অন্দরমহলের গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেছেন অন্তরীক্ষে। এভারেস্ট অভিযান থেকে শুরু করে স্পেস মিশন কমান্ডার সবেতেই ক্রমাগত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। পেশীর জোরে না হলেও মানসিক ক্ষমতা এবং অনেক কাজ একসঙ্গে করতে পারাতে মহিলারা এখন এগিয়ে। খেলাধূলাতেও মহিলাদের সাফল্য অভাবনীয়। এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে অদম্য উৎসাহ, অসম্ভব ধৈর্য্য আর দু'চোখ ভরা স্বপ্ন।

দুই ভারতীয় মহিলা কল্পনা চাওলা ও সুনীতা উইলিয়ামস তাঁদের স্বপ্নকে তাড়া করেই পৌঁছে যান মহাকাশে। ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুন রাশিয়া থেকে প্রথম মহিলা নভশ্চর ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা মহাকাশে গিয়ে পৃথিবীকে ৪৮ বার প্রদক্ষিণ করে এসে ইতিহাসে সৃষ্টি করলেন নতুন অধ্যায়। এরপর কয়েকটি দুর্ঘটনার কারণে মহাকাশে মহিলাদের অভিযান পিছিয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে আমেরিকার নাসার প্রথম মহিলা নভশ্চর স্যালি রাইড মহাকাশে পাড়ি দিলেন। তার পরের বছর রাশিয়ার স্বেতলানা সাভিটকায়া তাঁর দ্বিতীয় দফার অভিযানে লাভ করলেন মহাকাশে প্রথম হাঁটার অভিজ্ঞতা। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের মহিলারা অনায়াসেই দেখিয়ে ফেলেছেন দুঃসাহস। তবে কল্পনা চাওলার মহাকাশযাত্রা আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসী মাইলফলক।

কল্পনা চাওলার জন্ম পাঞ্জাবের এক ছোট শহরে। ছোটবেলায় আর পাঁচজনের মতোই তারার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থেকে হারিয়ে যেতেন স্বপ্নরাজ্যে। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে পৌঁছে যেতেন তারার দেশে। স্বপ্নের তাড়নাতেই ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে উড়ানে চড়ার শখে তাঁর শহরের ফ্লাইং ক্লাবে যান। 'পুষ্পক' নামক উড়ানে চেপে চন্ডীগড়ের আকাশে উড়ে বেড়াতেন। তখন থেকেই উড়ানের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হলেন। নানা সামাজিক বাধা পেরিয়ে আমেরিকায় এ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর পর্যায় শেষে আকাশ ছুঁয়ে দেখার নেশায় যোগ দিলেন নাসায়।

মহাকাশে হাঁটার স্পেস স্যুটের জন্য তিনি বেশ ছোটখাটো ছিলেন। তবু আকাশ ছুঁয়ে দেখার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ১৯৯৭ সালের ১৩ই নভেম্বর কিছু দায়িত্ব নিয়ে তিনি কলম্বিয়া মহাকাশযাত্রায় শামিল হলেন। কিছু অপ্রত্যাশিত গোলযোগের কারণে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসতে হল। আবার ২০০৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি কলম্বিয়া মহাকাশফেরিতে বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব নিয়ে সাতজন নভশ্চরসহ পাড়ি দিলেন মহাকাশে। কাজকর্ম সেরে ১লা ফেব্রুয়ারি ফেরার পথে পৃথিবীতে অবতরণের মাত্র ১৬ মিনিট আগে যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে আকাশেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল কলম্বিয়া। কল্পনা হারিয়ে গেলেন তারাদের দেশে, রয়ে গেলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তথা পথিকৃৎ হয়ে।

তাঁরই আদর্শে উঠে আসেন সুনীতা উইলিয়ামস। আমেরিকার ইউক্লিড শহরে তাঁর জন্ম হলেও, নিডহ্যামে বড় হয়ে ওঠেন ডুবুরি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। পরীক্ষায় কম নম্বরের কারণে তা আর হল না। দাদার প্রেরণায় ইউ এস নেভাল একাডেমিতে যোগদানই ঘুরিয়ে দিল তাঁর জীবনের মোড়। হেলিকপ্টার পাইলট হয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে যোগ দিয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস অর্জন করলেন। এরপর কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করতে নাসায় যোগদান। মহাকাশে ১৯৫ দিন কাটিয়ে তাঁর ঝুলিতে ভরলেন মোট ২৯ ঘন্টা হাঁটার রেকর্ড।

মহাকাশের ভারহীন ও একদম বিচ্ছিন্ন অপার্থিব পরিবেশে পারিবারিক বন্ধনজনিত আবেগের প্রভাব মহিলাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এর মোকাবেলা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয় বিভিন্ন পর্যায়ের কঠিন-কঠোর প্রশিক্ষণে। অত্যন্ত জরুরি এই ধাপটি মহিলারা দক্ষতার সঙ্গে অতিক্রান্ত করলেই ক্রমান্বয়ে শুরু হয় যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় হয়ে ওঠার পরীক্ষা। এসব ঝক্কিঝামেলা পেরিয়ে চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিবেশে নিজের জীবন-সুরক্ষার নানান কসরৎ আয়ত্তে আনতে হয়। তা সত্ত্বেও মহিলারা সবকিছুতেই পারদর্শিতা ও সাহসিকতা দেখিয়ে নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন।

© UCLES 2017

www.xtrapapers.com

B5 MCQ Comprehension [14]

বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

*প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের **সংখ্যাটি** বেছে উত্তরপত্রে লেখ।*

26 মহিলারা এখন দুঃসাহসী কীভাবে প্রমাণ হয়?

(1) তাঁরা বাড়িতে চুলবাঁধা ও রান্নার কাজ একসঙ্গেই করেন।
(2) তাঁরা পেশীর জোরে পুরুষদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন।
(3) তাঁরা অন্দরমহল ছেড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিচ্ছেন।
(4) তাঁরা যেকোনও খেলাতেই বিজয়ীর শিরোপা পাচ্ছেন।

27 প্রথম মহিলা মহাকাশে হাঁটার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ....।

(1) ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা
(2) স্বেতলানা সাভিটকায়া
(3) সুনীতা উইলিয়ামস
(4) স্যালি রাইড

28 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন তথ্যটি সঠিক?

(1) ১৯৬৩ সালে রাশিয়ার স্যালি রাইড সর্বপ্রথম মহাকাশে পাড়ি দেন।
(2) ১৯৮৩ সালে স্বেতলানা সাভিটকায়া আমেরিকা থেকে প্রথম মহাকাশে যান।
(3) পৃথিবীর সব দেশ থেকেই মহিলারা মহাকাশে যাত্রা করেছেন।
(4) কল্পনা চাওলা মহাকাশযাত্রা অবশ্যই একটি মাইলফলক।

29 কল্পনা চাওলা প্রথম ভারতীয় মহিলা ....

(1) একমাত্র তিনিই ছোটবেলায় তারাদের দেশের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন।
(2) এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন।
(3) হাল্কা-উড়ানে চেপে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়ে তার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন।
(4) আকাশ ছুঁয়ে দেখার নেশাতে 'পুষ্পকে' চেপেই তারাদের দেশে পৌঁছে যান।

www.xtrapapers.com

30 কল্পনা চাওলা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে গেলেন কারণ ....

(1) তিনি প্রথম অভিযানের শেষে ফেরার পথে তারাদের দেশে রয়ে গেলেন।
(2) তিনি কলম্বিয়া মহাকাশফেরির অভিযানে দু'বারই সফল হলেন।
(3) তিনি প্রথম এবং একমাত্র মহিলা তারাদের দেশে পৌঁছেছিলেন।
(4) তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে দুঃসাহসের পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন।

31 সুনীতা উইলিয়ামস রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন ....

(1) উপসাগরীয় যুদ্ধে হেলিকপ্টারের দুঃসাহসী পাইলট হয়ে।
(2) প্রথম মহিলা হিসেবে ইউ এস নেভাল একাডেমিতে যোগ দিয়ে।
(3) প্রথম মহিলা হিসেবে মহাকাশে সর্বমোট ২৯ ঘন্টা হেঁটে।
(4) প্রথম মহিলা হিসেবে মহাকাশে সর্বাধিক দিন কাটিয়ে।

32 মহিলাদের মহাকাশ ভ্রমণের প্রস্তুতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি?

(1) অপার্থিব ভারহীন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে মানসিক চাপের সঙ্গে মোকাবেলা করা।
(2) ভারহীন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে শারীরিক কষ্টকে ভুলে থাকতে পারা।
(3) ভারহীন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে যাবতীয় সমস্যাগুলো দূরে রাখতে পারা।
(4) চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে রক্ষা করতে পারা।

www.xtrapapers.com

TURN OVER FOR SECTION C

www.xtrapapers.com

Section C
বিভাগ গ

*নিচে দেওয়া নিবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাসম্ভব **নিজের ভাষায়** লেখ।*

আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে স্কুল থেকে ফেরার সময় আইসক্রীম কিনে খায়নি? আইসক্রীমের মধ্যে জিভে জল আনা ছাড়াও মন ভালো করার জাদু কাজ করে ছোটবড় নির্বিশেষে সকলের উপর। অনেকসময় ছোটদের রাগ বা বায়না সামলাতে যেমন এর জুড়ি নেই তেমন বড়রাও আনন্দ-আড্ডায় সঙ্গতের জন্য আইসক্রীমের বিকল্প ভাবতে পারে না। খেলাধূলার শেষে, বেড়াতে গিয়ে কিংবা পার্কে বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় সবেতেই একইরকম উপভোগ্য। কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানও কি এটাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায়?

আইসক্রীমের আবিষ্কার বেশ পুরনো হওয়াতে তা নিয়ে অনেক কথকতা চালু আছে। মহান সম্রাট *আলেকজান্ডার* নাকি মধু মেশানো বরফ খেতে ভালোবাসতেন। রাজা *সলোমন* গ্রীষ্মকালে প্রায়ই বরফকুচি মিশ্রিত ফলের স্বাদ উপভোগ করতেন। হাজার তিনেক বছর আগে চীনের রাজা-বাদশাদেরও দুধের মধ্যে চাল বা ময়দা ও কর্পূর মিশিয়ে মাটির নিচে বরফের আবরণে ঢেকে রেখে হিমায়িত করে খেতে দেখা যেত। ৫৮-৬২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রোমের রাজা *নিরো* তাঁর মন ভালো করার জন্য প্রায়শই ভৃত্যকে আদেশ দিতেন, "যাও, আমার জন্যে অ্যাপেনাইন পাহাড় থেকে কিছু বরফ নিয়ে এস!" ভৃত্য বরফ নিয়ে এলে তাতে মধু আর বাদাম মিশিয়ে খেয়ে রাজা সদাই পেতেন অমৃতের তৃপ্তি। সেই থেকে হয়ত বা মিষ্টি বরফের জাদু দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দেশে।

এর অনেক পরে চীন দেশে বিভিন্ন ফলের রসের মধ্যে বরফ মিশিয়ে জিভে জল আনা এমনই এক উপাদেয় খাবার খেয়ে মার্কোপোলো এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে প্রস্তুত-প্রণালী তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ইতালিতে। কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারে তা আবদ্ধ থেকেছিল। ইতালিই কিন্তু প্রথম বরফের সঙ্গে দুধ ও চিনি মিশিয়ে স্বাদে নতুন চমক নিয়ে এল। এর অতুলনীয় স্বাদে তৃপ্ত হয়ে ইতালির রাজকন্যা ক্যাথরিন ফ্রান্সে রাজবধূ হয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় রাঁধুনিকে। তার হাত ধরে ফ্রান্সে ঢুকে পড়ল ভিন্ন স্বাদের আইসক্রীম। রাজপ্রাসাদের গণ্ডিতে এটা বেঁধে রাখতে চাইলেও ইংল্যান্ডে আসতে বেশি সময় নিল না। ১৬ শতকে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস এই সুস্বাদু হিমায়িত ক্রীম খেয়ে এতই খুশি হলেন যে রাজকীয় খাবারের সম্মানে তা গোপন রাখতে চাইলেন। কিন্তু বাবুর্চিরা মুখ বন্ধ রাখল না। রাজ-রাজাদের অজান্তেই ছড়িয়ে গেল স্পেন ছাড়াও অন্যান্য দেশে।

আরবদেশের বণিকরাই এই দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় রাজকীয় খাবারকে সর্বপ্রথম জনগণের কাছে বিক্রি শুরু করল। বরফের সঙ্গে নানা রঙের চিনির সিরাপ, ফলমূল আর পেস্তাবাদামের মিশ্রণে স্বাদে ও রূপে নতুন মাত্রা এনে এটাকে জনপ্রিয় করতে বাজারে ছাড়লেন। পরে ফরাসীরা প্যারিসের এক কাফেতে দুধের সঙ্গে বরফ চিনি, ডিম ও মাখন দিয়ে ক্রীম বানিয়ে প্রথম সাধারণের জন্য বিক্রি করেছিল। শুরু হয়ে গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানা দেশে।

পরবর্তীতে স্বাদের অজস্র বাহার নিয়ে প্রথমে এগিয়ে এল আমেরিকা। নিত্যনতুন প্রযুক্তির হাত ধরে এখানে আইসক্রীমের বিবর্তন দ্রুত হয়েছে। আবহাওয়াকে গ্রাহ্য না করে আইসক্রীম খেতে এদেশে সকলেই ভালোবাসে বলে ব্যবসা জাঁকিয়ে বসল। বছরে লক্ষ লক্ষ গ্যালন আইসক্রীম উৎপন্ন হয় এখানে। স্বাদে ও রূপে বৈচিত্র্যের সম্ভারে এরা অগ্রণী ভূমিকায় থাকায় একসময় ইউরোপেও চড়া দামে রপ্তানি করেছে। স্বাদের ভিন্নতা ও গুণগত মান নিয়ে এদেশের বড় বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে বছরভর প্রতিযোগিতা চলে। ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট রেগান জুলাই মাসকে "জাতীয় আইসক্রীম মাস" ঘোষণা করায় জনপ্রিয়তা উঠল তুঙ্গে।

সেই মোঘল-বাদশাদের আমল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে আইসক্রীমের পরিচিতি। দুধের সঙ্গে কেশর-পেস্তা ও মধুর মিশ্রণে হিমায়িত করা হত এলাহি খাবার কুলফি। এটা আইসক্রীমেরই জাত-ভাই। বাদশাহি মেজাজে সকলেই এটা উপভোগ করতেন। তা আজও সমান জনপ্রিয়। প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে দেশী-বিদেশী হাজারও স্বাদের আইসক্রীমের পসরা এখন আমাদের হাতের নাগালে। ব্যাপক প্রতিযোগিতার কারণে দামেও বেশ সস্তা। গরম আবহাওয়ায় নিজেকে শীতল রাখতে সবরকমের আইসক্রীম এই প্রজন্মের অতি প্রিয়। স্বাদের বৈচিত্র্যে ও মন-ভোলানোর জাদুতে কয়েক কদম পরপরই রমরমিয়ে চলছে এর বিকিকিনি।

www.xtrapapers.com

C6 OE Comprehension [36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন

*এখন বাংলায় তোমার যথাসম্ভব **নিজের ভাষায়** নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।*

33 আইসক্রীমের জাদু যে ছোটবড় সবার উপর কাজ করে তা কীভাবে বোঝা যায়? **চারটির** বর্ণনা কর।

34 আইসক্রীমের ধারণাটা যে বেশ প্রাচীন তা কীভাবে প্রমাণিত হয়? **চারটি** উদাহরণসহ লেখ।

35 আইসক্রীমের স্বাদ চীন থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল? **চারটির** বিবরণ দাও।

36 কোন **দু'টি** জাতি সাধারণ লোকের কাছে প্রথম আইসক্রীম বিক্রি করেছিল **এবং** তাদের ব্যবহৃত প্রতিটি উপকরণের নাম উল্লেখ কর।

37 আইসক্রীমকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করতে আমেরিকার কী কী ভূমিকা ছিল? **চারটির** উল্লেখ কর।

38 ভারতীয় উপমহাদেশে আইসক্রীমের প্রচলনের শুরু থেকে কীভাবে আজ জনপ্রিয়তা পেল? **চারটির** বিবরণ দাও।

C7 Vocabulary [10]

শব্দার্থ

*উপরের নিবন্ধ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর কেবল **একটি** করে অর্থ লেখ।*

39 প্রচণ্ড

40 আদেশ

41 আবদ্ধ

42 দুষ্প্রাপ্য

43 অজস্র

End of Paper

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after the live examination series.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2017